আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য
(Law, Liberty and Equality)

ইউনিট ৩

স্বাধীনতা ও সাম্য মানুষের চিরন্তন চাওয়া। স্বাধীনতার কোন সীমা নেই, কিন্তু সীমাহীন স্বাধীনতা প্রদান করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় না। মানুষের শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল জীবন-যাপন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করে থাকে। যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র তার অস্তিত্বের প্রমাণ করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করে থাকে। এসব সুযোগ-সুবিধা সমতার ভিত্তিতে বন্টন হল কিনা তা কেবল আইনের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব। ফলে আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের মতো বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য ইউনিটটিতে আইন, আইনের প্রকারভেদ, উৎস, আইনের শাসন, স্বাধীনতা, স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা, সাম্য, সাম্যের বিভিন্ন রূপ এবং আইন, স্বাধীনতা ও সাম্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৩.১ আইন (Law)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আইন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আইনের প্রকারভেদ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মানব কল্যাণ, যুক্তিসিদ্ধ, বাহ্যিক আচরণ, নিয়ম-কানুন, অনুমোদিত, জাতীয়, আন্তর্জাতিক

মানুষ সামাজিক জীব। আইন মানব সমাজের দর্পণস্বরূপ। সমাজে একসাথে বসবাস করার জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা অপরিহার্য। মানব কল্যাণের স্বার্থেই নিয়ম-কানুন প্রয়োজন। স্বীকৃত এই নিয়ম-কানুনই হল আইন। আইন হল ফার্সী শব্দ যার অর্থ সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম। আইন এর ইংরেজি প্রতিশব্দ "Law"। যার অর্থ 'স্থির বা অপরিবতর্নীয় এবং সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্নভাবে আইনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এরিস্টটল বলেছেন " সমাজের যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন' (Law is the passionless reason)।

অধ্যাপক হল্যান্ড এর মতে আইন হচ্ছে সেই সাধারণ নিয়ম যা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যা প্রয়োগ করেন।"

অর্থাৎ মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণে মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে সকল বিধি নিষেধ প্রণয়ন করে সাধারণভাবে সেগুলোকেই আইন বলা হয়।

আইনের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি:

আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের উপর্যুক্ত মতামত থেকে আইনের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১. সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃক অনুমোদিত ২.সর্বজনীন ৩. বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি ৪.বাহ্যিক আচরণের নিয়ন্ত্রক
৫. ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক ৬. সুস্পষ্টতা ৭.আইন গতিশীল ৮.দেশকাল ভেদে পরিবর্তনশীল

আইনের প্রকারভেদ

বিভিন্ন আইনজ্ঞ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করেছেন। আইনের প্রয়োগ ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের উপর ভিত্তি করে আইনকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সরকারি আইন (২) বেসরকারি আইন (৩) আন্তর্জাতিক আইন

(১) সরকারি আইন (Public law)

রাষ্ট্র পরিচালনা করতে নানা ধরনের আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হয়। এ ধরনের আইনগুলোই সরকারি আইন। সরকারি আইন সাধারনত জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্টে প্রণীত হয়ে থাকে। সরকারি আইন আবার কয়েক প্রকার। যেমন-

ফৌজদারি আইন: ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্র মূলত এ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে থাকে। সমাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, শান্তি বজায় রাখা, ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং অপরাধীকে দন্ড দেয়ার জন্য ফৌজদারি আইন প্রয়োগ করা হয়। যেমন- পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত আইন, যৌতুক বিরোধী আইন।

প্রশাসনিক আইন: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং এসব প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণকে সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক আইন প্রণয়ন করা হয়। আইনের মানের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত। যেমন- তথ্য অধিকার আইন।

সাংবিধানিক আইন: রাষ্ট্রের ভিত্তি হল সংবিধান। এটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। অন্য যেকোন আইন এ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে তা বাতিল হয়ে যায়। এ আইন দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ, বন্টন ও প্রয়োগকারী নির্ধারণ করা হয়। এটি আবার দুই ধরনের হতে পারে, লিখিত আইন ও অলিখিত আইন। যেমন- বাংলাদেশের সংবিধান।

২. বেসরকারি আইন (Private law)

এ আইন রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রণীত নয় তবে সামাজিকভাবে স্বীকৃত হয়। এ আইন দ্বারা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষা এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়। যেমন-কোন সংঘের আইন, চুক্তি ও দলিল সংক্রান্ত আইন।

৩. আন্তর্জাতিক আইন (International law)

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ ও বজায় রাখার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে। আন্তর্জাতিক আইনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- শান্তিকালীন আইন, যুদ্ধসংক্রান্ত আইন এবং নিরপেক্ষতার আইন। এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হবে, বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করবে, আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান, আন্তর্জাতিকভাবে যুদ্ধাপরাধের বিচার ইত্যাদি। যেমন- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক অভিবাসন অর্জন ইত্যাদি।

সংকীর্ণ অর্থে বললে আইনের আরও প্রকার রয়েছে। পারিবারিক আইন, ধর্মীয় আইন, দেওয়ানি আইন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	আইনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

আইন মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণের নিয়ন্ত্রক। এটি মূলত যুক্তিসিদ্ধ বিধি-বিধান। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হয় এবং রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তির উপর সমভাবে প্রযোজ্য হয়। আইনের শাসনের উপরই একটি রাষ্ট্রের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়। তবে কিছু কিছু আইন রাষ্ট্রকেও নিয়ন্ত্রণ করে। সেগুলো আন্তর্জাতিক আইন। বিশ্বের শান্তি-শৃঙ্খলা বিশেষ করে যুদ্ধ এড়িয়ে চলার জন্য আন্তর্জাতিক আইন খুব কার্যকর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। 'সমাজের যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন।'-উক্তিটি কার?

ক) অধ্যাপক হল্যান্ড খ) লর্ড অ্যাকটন গ) অধ্যাপক লাস্কি ঘ) লিংকন

পাঠ-৩.২ আইনের উৎস (Sources of Law)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আইনের উৎস সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আইন সৃষ্টির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	রীতি-নীতি, অনুশাসন, আইনবিদ, বিল, রায়, অভ্যাস, আদালত

আইন হল রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি। আদর্শ রাষ্ট্র সর্বদা আইনের শাসন নিশ্চিত করে। অর্থাৎ আইন অপরিহার্য। এই আইন একদিনে বা একটি উৎস থেকে সৃষ্টি হয় নি। মানব সভ্যতার আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নানা সূত্র থেকে আইনের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আইনের সৃষ্টির বিভিন্ন উৎস রয়েছে। আইনের স্বীকৃত উৎসগুলো নিম্নরূপ-

প্রথা

আইনের অন্যতম উৎস হল প্রথা। প্রাচীনকাল থেকে যেসব আচার ব্যবহার রীতি-নীতি ও অভ্যাস সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত, সমর্থিত ও পালিত হচ্ছে তাই প্রথা। সমাজে অনেক ধরনের প্রথাই প্রচলিত থাকে। তার মধ্যে যেসব প্রথা যুক্তিসিদ্ধ ও জনহিতকর তা আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আবার যেসব প্রথা সমাজ ও জনগণের জন্য অকল্যাণকর তা আইন করে বন্ধ করা হয়। গ্রেট ব্রিটেনে অনেক প্রথা সাংবিধানিক আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে যৌতুক প্রথা সমাজের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় তা আইন করে বন্ধ করা হয়েছে।

ধর্ম

সব ধর্মই মানুষের মঙ্গলের কথা বলে। ফলে ধর্মের বাণীকে সকলেই মেনে চলার চেষ্টা করে। সকল ধর্মের কিছু অনুশাসন রয়েছে, যা ঐ ধর্মের অনুসারীরা মেনে চলে। এসব অনুশাসন সমাজ জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। এ রকম অনেক অনুশাসন পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে এবং আইনে পরিণত হয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের অনেক আইনই ধর্মভিত্তিক। যেমন বিভিন্ন মুসলিম আইনের উৎস কোরআন।

আইন সভা

আইন সভার প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা। আধুনিক রাষ্ট্র সাধারণত জন কল্যাণে নিয়োজিত থাকে। ফলে সময়ের প্রেক্ষিতে মানুষের নানাবিধ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের গুরু দায়িত্ব। তাই আইন সভার সদস্যগণ জন কল্যাণে এবং নাগরিক অধিকার রক্ষার্থে নতুন নতুন অনেক বিষয়কে আইনে রুপান্তর করার জন্য তা বিল (আইনের খসড়া) আকারে আইনসভায় উত্থাপন করে থাকে। বিষয়টি যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ মতামত প্রাপ্ত হয় তবে তা আইনে পরিণত হয়।

সংবিধান

এটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সাধারণত নির্বাচিত প্রতিনিধিগন সংসদে সংবিধান অনুমোদন করেন। সংবিধান রাষ্ট্রের মূল দলিল। রাষ্ট্র পরিচালনা ও নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত নানা বিষয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকে। এ নির্দেশনা প্রয়োগের সুবিধার্থে সংসদ সদস্যগণ- অন্যান্য আইন প্রণয়ন করে। অর্থাৎ সংবিধান আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

বিখ্যাত গ্রন্থ

রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে লিখিত বিভিন্ন বিখ্যাত গ্রন্থও আইনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আইনবিদদের দ্বারা লিখিত বই বেশি প্রাধান্য পায়। যেমন, এইচ, জে, লাস্কি "A Grammar of Politics" এবং অধ্যাপক ডাইসির "Law of the Constitution" এর উল্লেখ করা যায়।

বিচারকের রায়

আইন তৈরি করা নেই, মানব জীবনের এমন কোন ঘটনা নিয়ে কোন নাগরিক যদি আদালতের দারস্থ হয় তবে বিচারক তার নিজস্ব প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়ে রায় দিয়ে থাকে। এই রায়টি জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলে, রাষ্ট্র সেই রায়কে আইনে পরিণত করে। অর্থাৎ বিচারকের রায়ও আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

ন্যায় বিচার

বিচারকগণ সাধারণত দেশে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু কিছু অবশ্যম্ভাবী সীমাবদ্ধতার কারণে এই আইন সব সময় ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে পারে না। সেক্ষেত্রে বিচারকগণ তাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে ন্যায় বিচার করে থাকেন। তাদের এই ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত পরবর্তীতে আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

উপর্যুক্ত উৎস ছাড়াও আইনের আরো কয়েকটি উৎস রয়েছে। যেমন- বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, প্রশাসনিক ঘোষণা, সংবিধান, ন্যায়বোধ, জনমত ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	আইনের কয়েকটি উৎস উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র ও মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ ঘটে। এর প্রয়োগ ক্ষেত্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি আইনের সৃষ্টিও বিভিন্ন উৎস থেকে। প্রথা, ধর্ম, সংবিধান, আইনসভা, বিখ্যাত গ্রন্থ ইত্যাদি আইনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। উৎস যাই হোক না কেন আইনের স্বীকৃতি লাভের পর তা স্থান-কাল পাত্র নির্বিশেষে তা সকলের উপর সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ক্লাস শেষে মানবিক বিভাগের দুই শিক্ষার্থী আলোচনা করছে। আলোচনায় আইনের উৎসের কতকগুলো নাম বলল, যেমন-

i. প্রথা, ধর্ম
ii. অধিকার, কর্তব্য
iii. আইনসভা, বিচারকের রায়

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। "Law of the Constitution" বইটি কার লিখা?

ক) অধ্যাপক ডাইসি খ) লর্ড অ্যাকটন গ. অধ্যাপক লাস্কি ঘ. লিংকন

৩। আধুনিক রাষ্ট্রে কারা আইন প্রণয়ন করেন?

ক) বিচারপতিগণ খ) মন্ত্রীবর্গ গ) উকিলবর্গ ঘ) সংসদ সদস্যগণ

পাঠ-৩.৩ নাগরিক জীবনে আইনের শাসন (Rule of Law in Citizen's Life)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আইনের শাসন কি তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- আইনের শাসন নিশ্চিত করার উপায় বলতে পারবেন।
- আইন মান্য করার কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ন্যায় বিচার, নীতি-আর্দশ, যুগোপযোগী, নাগরিক অধিকার, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, স্থিতিশীলতা

রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমতা অর্থাৎ আইন সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে প্রয়োগ হবে। নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ থেকে অন্যায়, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য দূর হয়। ফলে সমাজে স্থিলিশীলতা আসে এবং শান্তির বিরাজ করে। নাগরিক হিসেবে প্রাপ্য অধিকার কেবল আইনের শাসনের মাধ্যমে বলবৎ করা যায়। আইনের শাসন না থাকলে সবল-দুর্বল, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান প্রকট হতে থাকে। সমাজ থেকে মায়া, মমতা, সহমর্মিতা, ন্যায়-বিচার, নীতি-আদর্শ হ্রাস পায়। অতএব আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আইনের শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আইনের শাসন নিশ্চিত করার উপায়

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাসক ও শাসিতের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। অন্যদিকে আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য শাসক ও শাসিতের উভয়েরই সমান ভূমিকা রয়েছে। যেমন- রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য শাসক নিম্নরূপ ভূমিকা রাখতে পারে-

- যথাযথভাবে আইনের প্রয়োগ
- যুক্তিসংগত ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন
- বিদ্যমান আইন সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করা
- যথাসময়ে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা

আইনের শাসন নিশ্চিত করণে নাগরিক কর্তব্য

আইন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত হলেও নাগরিকদেরও কর্তব্য রয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের বিবেক আইনের মতো কাজ করে। তাই নাগরিকগণ যদি বিদ্যমান আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে তবেই কেবল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেমন রাস্তায় কোন চুরি ছিনতাই হতে দেখলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যদি তার কাছে কোন তথ্য জানতে চায় তবে তা জানিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাও নাগরিক কর্তব্য। সাক্ষী না দিয়ে যদি কেউ এড়িয়ে চলে তাহলে আইনের এতো বেশি অবমাননা হবে যে কোন আইনেই নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। তাই যার যার অবস্থান থেকে আইন মান্য করে চললে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আইন মান্য করার কারণ

আইনের শাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত হল আইন মান্য করা। আইনের যথাযথ প্রয়োগ যেমন জরুরি তেমনি আইন মান্য করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক আইনেই কিছু নির্দেশনা এবং তা অমান্য বা ভঙ্গ করলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। তারপরও দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন ভঙ্গ হয়। তবে অধিকাংশ জনগণই আইন মেনে চলে এবং আইনকে শ্রদ্ধা করে। আইন মান্য করার অনেকগুলো কারণ আছে। তার মধ্যে একটি হলো আইনের উপযোগিতা। জনগণ এটি বুঝতে পারে যে, আইন অধিকার রক্ষা করে, দুর্বলকে সবলের অত্যাচার থেকে রক্ষা করে, সমাজে শৃঙ্খলা রাখতে অপরিহার্য তখন তারা সহজেই আইন মেনে নেয়। এছাড়াও আরও অনেক কারণ রয়েছে যার কারণে জনগণ আইন মেনে চলে। লর্ড ব্রাইস আইন মান্য করার কারণগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেন- যথা (ক) যৌক্তিকতার উপলব্ধি (খ) অপরের প্রতি শ্রদ্ধা (গ) নির্লিপ্ততা (ঘ) সহানুভূতি (ঙ) শাস্তির ভয়।

পরিশেষে বলা যায়, আইন ছাড়া রাষ্ট্র ও সমাজ অচল। যৌক্তিক যুগোপযোগী আইন সকলের উপর প্রয়োগ করা সহজ। আইনের সমপ্রয়োগের উপর রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নির্ভর করে। পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে মৌলিক ও মানবাধিকার নিশ্চিত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আইন মান্য করার কারণগুলো কি কি?

সারসংক্ষেপ

আইন সর্বজনীন। জাতি-ধর্ম, স্থান-কাল নির্বিশেষে এটি সকলের উপর সমানভাবে কার্যকরযোগ্য। সকলের উপর সমভাবে আইনের প্রয়োগই আইনের শাসন। সুশাসন নিশ্চিত করার এটি অপরিহার্য। তবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। এর জন্য আইন মান্য জরুরি। আইন যৌক্তিক ও পক্ষপাতহীনভাবে প্রয়োগ হলে সকল নাগরিক আইন মেনে চলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। জনগুরুত্বপূর্ণ একটি দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি একজন প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিও একটি মামলায় অভিযুক্ত হন। এক্ষেত্রে উভয়ের প্রতি আদালতের দৃষ্টি কেমন হওয়া উচিত?

i. জনপ্রতিনিধিকে সমীহ করা
ii. সকল দোষ সাধারণ ব্যক্তিকে দেয়া
iii. জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ ব্যক্তির একইভাবে আইন প্রয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক

ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) iii

২। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা বেশি

i. নাগরিকের
ii. ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের
iii. সরকারের
নিচের কোনটি সঠিক

ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i ও iii

পাঠ-৩.৪ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Liberty and Types of liberty)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্বাধীনতার বিভিন্ন প্রকার বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইনসিদ্ধ, জাতীয় স্বাধীনতা, আত্মপরিচয়, স্বাধীনতাহীনতা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মৌলিক অধিকার

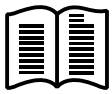

'স্বাধীনতা' নামক প্রত্যয়টি পৌরনীতি ও নাগরিকতার আলোচনায় খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রে একজন নাগরিকের অস্তিত্ব বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতা থেকেই প্রকাশ পায়। স্বাধীনতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Liberty' স্বাধীনতাকে শাব্দিক অর্থে বলা যায় নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করা। কিন্তু একজনের স্বাধীনতার সাথে অন্যের স্বাধীনতা ভোগের বিষয় যেহেতু জড়িত তাই পৌরনীতিতে স্বাধীনতা মানে যা খুশি তাই করা নয়। স্বাধীনতা মানে যৌক্তিক ও আইনসিদ্ধভাবে কোন কিছু করাকেই বুঝায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ নানা ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। যেমন-চলাফেরার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা। জাতীয় স্বাধীনতা আবার একটু ভিন্ন। এটি অর্জন করা আরও কঠিন। সাধারণত গণভোট বা স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে একটি জাতি স্বাধীনতা লাভ করে। নাগরিক বা জাতি সে যা-ই হোক না কেন তাঁর স্বাভাবিক অস্তিত্বের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য। তাই দেখা যায় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সংবিধানেই নাগরিকদের স্বাধীনতা ভোগের বিষয়ে নানান ধরনের ধারা সংযুক্ত থাকে।

বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টি, এইচ, গ্রিন বলেন, "যা উপভোগ করার এবং সম্পন্ন করার যোগ্য তা উপভোগ ও সম্পাদন করার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলে"।

প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীনতা ভোগ করতে চায়। স্বাধীনতা এক ধরনের নাগরিক অধিকার। জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের জন্য এটি অপরিহার্য। আর্দশ নাগরিক সৃষ্টিতে স্বাধীনতা ভোগের বিকল্প নেই। স্বাধীনতার বিপরীত হল পরাধীনতা বা স্বাধীনতা হীনতা। স্বাধীনতা হীনতায় কেউ বাচতে চায় না। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য অনেক জাতি যুগের পর যুগ সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আত্মপরিচয়ের এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য স্বাধীনতা প্রদান করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা

স্বাধীনতা হীনতায় মানুষ দাসে পরিণত হয়। সকল মৌলিক অধিকার যেমন প্রয়োজন স্বাধীনতাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে পারলে রাষ্ট্রের মর্যাদারও সমৃদ্ধি ঘটে। ব্যক্তি জীবনে বিরাজ করে প্রশান্তি। পরাধীনতায় ব্যক্তি নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পায় না, ফলে তার স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বিঘ্নিত হয়। স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে ব্যক্তি কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। এর ফলে সভ্য জীবন-যাপন সহজ হয়।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ

একটি রাষ্ট্রে নাগরিকগণ বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। স্থান, কাল, পাত্রভেদে এটি আবার ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- (১) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (২) সামাজিক স্বাধীনতা (৩) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (৪) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও (৫) জাতীয় স্বাধীনতা

১. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

এই স্বাধীনতা একান্তই ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগে অন্যের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। যেমন- ধর্ম-পালন করা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

২. সামাজিক স্বাধীনতা-

মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক স্বাধীনতা অপরিহার্য। যেমন জীবন ধারণের স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগ করা, সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা ইত্যাদি। সামাজিক স্বাধীনতা মানুষকে সুন্দর জীবনের পথ দেখায়। তার মনের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটায়। সামাজিক স্বাধীনতা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

৩. রাজনৈতিক স্বাধীনতা-

ভোটার হবার স্বাধীনতা, ভোটদানের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদি রাজনৈতিক স্বাধীনতা। ন্যায় সঙ্গতভাবে একজন নাগরিক সব ধরনের স্বাধীনতা ভোগের অধিকার রাখে। নেতৃত্বের বিকাশের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকা উচিত। একনায়তান্ত্রিক, সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকগণ এ ধরনের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়।

৪. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

এ ধরনের স্বাধীনতার মধ্যে পেশা ও জীবিকার স্বাধীনতা অন্যতম। মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিকল্প নেই। তাছাড়া অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে শ্রেণি-বৈষম্য বেড়ে গিয়ে যেকোন শ্রেণি শোষণ-বঞ্চনার শিকার হতে পারে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আইনগত ভিত্তি রয়েছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতাও খর্ব হয়।

৫. জাতীয় স্বাধীনতা

বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই জাতি রাষ্ট্র। অর্থাৎ তারা স্বাধীন জাতি হিসেবে রাষ্ট্র গঠন করেছে। একটি জাতির নিজস্ব পরিচয় প্রতিষ্ঠার সক্ষমতাই হল জাতীয় স্বাধীনতা। জাতি হিসেবে স্বাধীন থাকা যেমন গর্বের তেমনি তা অর্জন করাও কষ্টসাধ্য। অনেক ক্ষেত্রে তা স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়। যেমন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে কাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মানবজীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতা মানব জীবনের চিরক্ষণ প্রত্যাশা। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে স্বাধীনতার সাথে যৌক্তিকতার বিষয়টি জড়িত। নাগরিকগণ ইচ্ছে করলেই যা খুশি তা করতে পারবে না। এক্ষেত্রে অন্যের স্বাধীনতা, অধিকার খর্ব হল কিনা সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়। এভাবে একজন নাগরিক ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকে। মানব চিত্তের বিকাশের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। স্বাধীনতার সাধারণত কয়টি রূপ দেখা যায়?
ক) ২ টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ৫টি

২। স্বাধীনতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো-
ক) Liberty খ) Liberal গ) Living ঘ) Liability

৩। বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে অর্জিত হয়েছে?
ক) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খ) জাতীয় স্বাধীনতা গ) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ঘ) সামাজিক স্বাধীনতা

পাঠ-৩.৫ আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আইন ও স্বাধীনতার সাদৃশ্য চিহ্নি করতে পারবেন।
- আইন ও স্বাধীনতার বৈসাদৃশ্য চিহ্নি করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্বাধীনতার পরিমাপ, পরিপন্থী, যৌক্তিকতা, সংবিধান, স্বাধীনতার সম্প্রসারণ

নাগরিক জীবনে আইন ও স্বাধীনতার অনেক প্রভাব রয়েছে। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং পরস্পর নির্ভরশীল। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনকে স্বাধীনতার পরিপন্থীও মনে হয়। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক সংক্রান্ত দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। প্রথম দলটি মনে করেন, আইন ও স্বাধীনতা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এরিস্টটল, মন্টেস্কু, রিচি, উইলোবি, আর্নেস্ট বার্কার, জন লক প্রমুখ মনীষী এই মতের সমর্থক। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী। হার্বার্ট, এ ভি ডাইসি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই দলের অন্তর্গত। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিচে আলোচনা করা হল-

আইন স্বাধীনতার ভিত্তি

স্বাধীনতার কোন পরিমাপ নেই। আবার অবাধ স্বাধীনতা নাগরিকের কল্যাণের চেয়ে ক্ষতির কারণই হয়ে থাকে। তাই কোন কোন স্বাধীনতা কতটুকু উপভোগ করা যাবে তা আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। আইন ব্যতীত স্বাধীনতা স্বেচ্ছারিতায় পরিনত হয়।

আইন স্বাধীনতার রক্ষাকবচ

একজনের স্বাধীনতা যেন অন্যের অধিকার খর্ব না করে বা তার নিকট অত্যাচার মনে না হয় সে জন্য বিভিন্ন ধরনের আইন রয়েছে। স্বাধীনতা বঞ্চিতরা আইনের আশ্রয় নিতে পারে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে (constitution) নাগরিকদের জন্য অনেক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। জন লকের মতে, যেখানে আইন থাকে না, সেখানে কোন স্বাধীনতাও থাকে না।

আইন স্বাধীনতার পরিপূরক

আইন যেমন কেবল নিয়ন্ত্রণ নয় তেমনি স্বাধীনতা মানে যা ইচ্ছে তা করা নয়। উভয়টির সাথেই যৌক্তিকতা বিষয়টি রয়েছে। আইন স্বাধীনতাকে পূর্ণ করে। স্বাধীনতা কোনভাবে বাধাগ্রস্থ হলে আইনের মাধ্যমে তা বলবৎ করা হয়। অর্থাৎ আইন ছাড়া স্বাধীনতা পূর্ণতা পায় না।

আইন স্বাধীনতার সম্প্রসারণ ঘটায়

সমাজে আইনের অভাবে অনেক সময় মৌলিক স্বাধীনতাও খর্ব হয়। সেসব ক্ষেত্রে আইনের শাসন নিশ্চিত হলে নাগরিকগণ প্রাপ্য স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। আইন না থাকলে এক জনের দ্বারা অন্যের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ হলে স্বাধীনতার সম্প্রসাবণ ঘটে।

আইন স্বাধীনতার বিরোধী

অর্থাৎ আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন। তবে আইন সবসময় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে না। কেবল জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা প্রণীত আইনই স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে। স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচার কর্তৃক প্রণীত আইন সব সময়ই স্বাধীনতা বিরোধী। যেমন- সামরিক আইন, স্বৈরাচার প্রণীত আইন স্বাধীনতা খর্ব করে।

তাই আর্নেস্ট বার্কারের ভাষায় বলা যায় "স্বাধীনতা ও আইনের বিরোধ নেই" (Liberty and law do not quarrel).

শিক্ষার্থীর কাজ	আইন ও স্বাধীনতা বিভিন্নমুখী সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন

সারসংক্ষেপ

আইন ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক। যেখানে আইন অনুপস্থিত সেখানে স্বাধীনতা অবান্তর। আইন ছাড়া মানবাধিকার ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না অর্থাৎ আইন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। আবার স্বাধীনতা যেন অসীম না হয় সেজন্য আইন প্রণীত হয়। সে জন্য আইনকে অনেক সময় স্বাধীনতা বিরোধীও বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। আইন ও স্বাধীনতা হল-

i. পরস্পর বিরোধী
ii. এক ও অভিন্ন
iii. পরস্পরের পরিপূরক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i, ii, iii খ) i, ii গ) i, iii ঘ) ii, iii

২। "স্বাধীনতা ও আইনের বিরোধ নেই"- উক্তিটি কার?

ক) লর্ড অ্যাকটন খ) এরিস্টটল গ) উইড্রো উইলসন ঘ) আর্নেস্ট বার্কার

পাঠ-৩.৬ সাম্য ও সাম্যের বিভিন্ন রূপ (Equality and Types of Equality)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সাম্য কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সাম্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমান, সুকুমার বৃত্তির বিকাশ, সুযোগ-সুবিধা, প্রাপ্ত বয়স্ক,

সাম্য এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Liberty. এর অর্থ সমান। সমান বলতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করাকে বুঝায়। কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীকে পৃথকভাবে সুযোগ-সুবিধা না দেয়া। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, সকলের সম্মুখে যথার্থ সুযোগ-সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত রাখার অর্থ হল সাম্য। অর্থাৎ সাম্য বলতে এমন একটি অবস্থা বা পরিবেশ বুঝায় যেন সকল নাগরিক সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে যথার্থভাবে নিজেদের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।

সাম্যের প্রকারভেদ

রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এগুলোকে বিভিন্ন সাম্যে বিভক্ত করা যায়-

(ক) সামাজিক সাম্য (খ) রাজনৈতিক সাম্য (গ) অর্থনৈতিক সাম্য (ঘ) আইনগত সাম্য (ঙ) ব্যক্তিগত সাম্য

ক. সামাজিক সাম্য

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের একজন সদস্য হিসেবে সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার সবার রয়েছে। যেমন বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান এ রীতি অনুযায়ী অংশগ্রহণের সুযোগ, গ্রাম্য সালিসে ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ ইত্যাদি।

খ. রাজনৈতিক সাম্য

প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই সব সুযোগ-সুবিধা লাভ করাই রাজনৈতিক সাম্য। সংগঠন করার স্বাধীনতা, নির্বাচনে অংশগ্রহণ এর সুবিধা ইত্যাদি রাজনৈতিক সাম্যের পর্যায়ে পড়ে। রাজনৈতিক সাম্য না থাকলে রাষ্ট্রে নেতৃত্বের সংকট তৈরি হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছ।

গ. অর্থনৈতিক সাম্য

নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত থাকা, পেশা পরিবর্তনের সুযোগ, যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি লাভের সমতা ইত্যাদি অর্থনৈতিক সাম্য। সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ে তোলার জন্য অর্থনৈতিক সাম্য অত্যন্ত জরুরি। অর্থনৈতিক সাম্য না থাকলে মানুষ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে মনের সুকুমার বৃত্তির বিকাশও বাধাগ্রস্থ হয়। অর্থনৈতিক সাম্য থাকলে রাষ্ট্র ও দ্রুত সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

ঘ. আইনগত সাম্য

ইতোপূর্বে আলোচিত সাম্যের কিছু কিছু আবার আইনের দ্বারা স্বীকৃত। যেমন- চাকুরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার, সংগঠন ও সমাবেশ করার অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাম্যের বিষয়টি বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার। তাই

এই সাম্য আবার আইনগত সাম্যের অন্তর্ভূক্ত। সংবিধান ছাড়াও দেশের বিদ্যমান অন্যান্য আইন দ্বারাও সাম্য স্বীকৃত হতে পারে। আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য আইনের সাম্য থাকা উচিত।

ঙ. ব্যক্তিগত সাম্য

মত প্রকাশের সাম্য, গোপনীয়তা রক্ষার সাম্য, বন্ধু নির্বাচনের মতো বিষয়গুলো ব্যক্তিগত সাম্য, অন্যের ক্ষতি না করে নিজের মতো কাজ করা এক ধরনের ব্যক্তিগত সাম্য। আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত সাম্যকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

অর্থাৎ সাম্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আদর্শ নাগরিক হিসেবে জীবন-যাপনের জন্য সব ধরনের সাম্য নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। ব্যক্তি পর্যায়ে যেন একজন অন্যজনের সাম্য নষ্ট না করে তা খেয়াল রাখা নাগরিকের কর্তব্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	সাম্য কী কী ধরনের হতে পারে?

সারসংক্ষেপ

সাম্য সভ্যতার এক ধরনের বহি: প্রকাশ। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বন্টনের ক্ষেত্রে সাম্যের নীতি অনুসরণ করা হয়। এটি সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত হতে পারে। সাম্য প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র বিভিন্ন নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করে থাকে। নাগরিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সাম্য অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

বহুনির্বাচনী অভিক্ষা

১। যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি লাভের সমতা কোন ধরনের সাম্য?
ক) অর্থনৈতিক সাম্য খ) রাজনৈতিক গ) সামাজিক সাম্য ঘ) ব্যক্তিগত সাম্য

২। 'সকলের সম্মুখে যথার্থ সুযোগ-সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত রাখার অর্থ হল সাম্য'-সংজ্ঞাটি কার?
ক) এস ই ফাইনার খ) টমাস হবস গ) অধ্যাপক লাস্কি ঘ) কে সি হুয়ার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন–
রহিম ও করিম ছেলেবেলার বন্ধু। করিম পড়াশোনা করলেও রহিম তেমন একটা করেনি। করিম পড়াশোনা করে একটি চাকুরির জন্য দরখাস্ত করল। রহিমও ঐ একই চাকুরির জন্য আবেদন করল। করিম সেই চাকুরির ইন্টাভিউ কার্ড পেলেও রহিম পেল না। এ অবস্থায় রহিম আদালতে মামলা করল যে আমরা দুই বন্ধুই এ দেশের নাগরিক। তাই করিম চাকুরির কার্ড পেলে আমি কেন পাব না?

৩। উদ্দীপকে করিম এর দাবিকৃত যে সাম্যের কথা বলা হচ্ছে তা আসলে কি ধরনের সাম্য?
ক) আইনগত খ) সামাজিক সাম্য গ) রাজনৈতিক সাম্য ঘ) ব্যক্তিগত সাম্য

৪। উদ্দীপকে রহিমের প্রতি চাকুরিদাতা কি ধরনের সাম্য দেখিয়েছে?
ক) আইনগত খ) সামাজিক সাম্য গ) রাজনৈতিক সাম্য ঘ) ব্যক্তিগত সাম্য

পাঠ-৩.৭ সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক (Relation between Equality and Liberty)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে সাদৃশ্য আলোচনা করতে পারবেন।
- সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইনের দৃষ্টিতে সমতা, অধিকার, বৈষম্য, স্বতন্ত্র, অস্তিত্ব, অভিন্ন, বিরোধী, পরিপূরক

সাম্য ও স্বাধীনতা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এক কথায় যা সাম্য তাই স্বাধীনতা। কোন সমাজে যদি সাম্য না থাকে তবে সেখানে স্বাধীনতাও থাকে না। স্বাধীনতা মানে ইচ্ছেমতো যা খুশি করা। কিন্তু স্বাধীনতা যদি এভাবে ভোগ করা হয় তবে তা অন্যের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। ফলে স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে অন্যের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা হল সাম্য। কেননা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যখন সাম্য বিরাজ করবে তখন সকলেই সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। জ্যাঁ জ্যাক রুশো, এইচ লাস্কি, আর্নেস্ট বার্কার প্রমূখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক। উভয়ের সম্পর্ক অতি নিবিড়। রুশো (Rousseau) এর মতে "Liberty cannot exist without equality" অর্থাৎ সাম্য ছাড়া স্বাধীনতার অস্তিত্ব নাই। সমাজে সাম্য না থাকা মানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-অর্থ ভেদে বৈষম্য করা। এ অবস্থায় একটি সমাজে কারো পক্ষে স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব নয়। আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার নিশ্চিত হলেই কেবল একজন নাগরিক তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।

সাম্য ও স্বাধীনতার ধারণা অভিন্ন। স্বাধীনতা এমন একটি পরিবেশকে বোঝায় যেখানে মানুষ নিজের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে পারে। সাম্যও এমন একটি পরিবেশ বা পরিস্থিতি বোঝায় যা ব্যক্তির সকল নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে যার ফলে এক্ষেত্রে সে নিজেকে পূর্ণ বিকশিত করতে পারে। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী অর্থনৈতিক সাম্যকে স্বাধীনতার পূর্বশত হিসেবে বিবেচনা করে। এই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সমাজে বেশি বৈষম্য দেখা যায়। অর্থনৈতিক মুক্তির বা বৈষম্যের কারণে মানুষের সর্বোচ্চ শুধু নয় স্বাভাবিক বিকাশও চরমভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে কেউ স্বাধীনতার কথা চিন্তাও করতে পারে না। তাই সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে একটু বিপরীত সম্পর্কও রয়েছে। মানুষ প্রাকৃতিকভাবে সমান নয়। প্রত্যেকেই নিজ গুণে স্বতন্ত্র। ফলে একেক জনের স্বাধীনতার মাত্রা একেক রকম। কিন্তু যখন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বংশ ব্যতিরেকে সাম্যের বিষয়টি দেখা হয় তখন কেউ একজন অধিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। মনে হয় যেন সাম্যের কারণে স্বাধীনতা বাধাগ্রস্থ হয়। লর্ড অ্যাকটন, হার্বার্ট স্পেনসার, বেজহট প্রমূখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে পরস্পর বিরোধী সম্পর্ক রয়েছে মনে করেন। অ্যাকটন (Acton) এর মতে 'সাম্য অর্জনের আগ্রহ স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থ করে। তার কথায় "The passion for equality makes vain the hope for freedom"। তবে মোদ্দাকথা হল, স্বাধীনতা যেহেতু অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা নয়, তাই সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক বিরোধী হতে পারে না। সাম্য ও স্বাধীনতা একে অন্যের পরিপূরক।

পরিশেষে বলা যায় সাম্য ও স্বাধীনতা দুটি বিষয়ই নাগরিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে একজন নাগরিক কতটুকু সাম্য বা স্বাধীনতা ভোগ করবে তা রাষ্ট্র নির্ধারণ করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	'সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক সমধর্মী'- বিশ্লেষণ করুন

সারসংক্ষেপ

সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক ঘনিষ্ট। একটি ছাড়া অন্যটি পূর্ণ নয়। সাম্য না থাকলে সবাই অবাধ স্বাধীনতা প্রত্যাশা করবে যা অরাজকতার সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে স্বাধীনতা না থাকলে কোন সাম্য অর্জিত হবে না। স্বাধীনতা এক ধরণের অধিকার। তা ভোগ না করতে পারলে সাম্য অর্জিত হবে না। তবে কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন। সাম্য স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্থ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। "Liberty cannot exist without equality" –উক্তিটি কার?

ক) ভলটেয়ার খ) জন লক গ) জে এস মিল ঘ) জ্যা জ্যাক রুশো

২। "The passion for equality makes vain the hope for freedom" –উক্তিটি কার?

ক) লর্ড অ্যাকটন খ) টমাস হবস গ) টি এইচ গ্রীন ঘ) জিন বদিন

৩। পৌরনীতি ও নাগরিকতার শিক্ষক ক্লাসে সাম্য ও স্বাধীনতা সম্পর্কে বললেন-

i. একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন ii. পরস্পরের পরিপূরক iii. পরস্পর অভিন্ন

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

পৌরনীতি ও সুশাসনের শিক্ষক ক্লাসে বললেন শিক্ষার্থীরা আমরা আধুনিক বিশ্বে যেসব রাষ্ট্রকে এখন উন্নত ও সভ্য দেখছি তারা কিন্তু আজ থেকে কয়েকশ বছর আগেও এতোটা সভ্য ও সুশৃঙ্খল ছিল না। যেমন বর্তমান যুক্তরাজ্যের কথাই ধরা যাক। ব্রিটেনবাসী অষ্টাদশ শতাব্দীতেও গৃহযুদ্ধ ও হানাহানিতে লিপ্ত ছিল। সেখানে নাগরিক অধিকার চরমভাবে বিঘ্নিত হতো। জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিল না। কিন্তু আজ তারা পৃথিবীর বুকে নিজেদের নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ে গর্বের সাথে মাথা উচু করে দাড়িয়েছে। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের চারটি উপাদান বিদ্যমান থাকার পরও যদি তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা ঠিক না থাকে তবে তারা সভ্য জাতি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে না। বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র, কিন্তু এখানে যদি আইনের শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে এটি পৃথিবীর বুকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ক) আইন শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কি ও তার অর্থ কি?

খ) আইনের উৎসগুলো উল্লেখ করুন।

গ) আইনের শাসন না থাকায় অতীতে যুক্তরাজ্যের অবস্থা কি রূপ ছিল?-উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন কেন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১ : ১। ক ২

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২ : ১। গ ২। ক ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩ : ১। ঘ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪ : ১। ঘ ২। ক ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫ : ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬ : ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭ : ১। ঘ ২। ক ৩। গ